স্বপ্নময় ও কাল্পনিক আর্দ্রতা - ২

বৃষ্টি স্বপ্নিলকে খুব অস্থির করে তোলে। ইদানীং এই স্বাস্থ্যসচেতনতার হাইপে স্বপ্নিল প্রায়ই বিকেলে হাঁটাহাঁটি করে। বর্ষাকালে এইরকম একদিন রাস্তার মাঝখানে হথাৎ বৃষ্টি শুরু। অঝোরে বৃষ্টি। প্রথমে একটু বিরক্তই হয়েছিল। জামা কাপড় সব ভিজবে। পাশের কোন দোকানে কি আড়াল খুঁজবে, এই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, হঠাৎ কি হল! স্বপ্নিলের খুব ভালো লাগতে শুরু করল। স্বপ্নিল ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। অঝোরে ভিজছে। আর মনে হচ্ছে কল্পনা ওর পাশে আছে। সেই একটা বিশেষ বৃষ্টির দিন এসে জাপটে ধরল আবার স্বপ্নিলকে। যদিও সেটা ছিল হেমন্তের ইলশে গুঁড়ি। তবু, সেই বৃষ্টিভেজা তো ভোলার নয়। চারপাশে ইতি উতি লোকজন ঘোরাফেরা করছে। অথচ ওরা দুজন যেন এমন এক জগতে যেখানে লোকজন কেউ নেই। সময় থেমে গেছে। শুধু একজন আরেকজনের আরেকটু কাছে পৌঁছনর অসম্ভব এক চেষ্টা করে যাচ্ছে। কল্পনার গায়ে একটা গন্ধরাজ লেবুর গন্ধ, সেটা এখনো মনে করতে পারে স্বপ্নিল। এই বৃষ্টির মুহূর্তে সেটাই কি আবার পেতে শুরু করল? স্বপ্নিল চোখ বন্ধ করে ভিজতে থাকল। মুহূর্তরা থেমে গেছে। কল্পনাকে ও প্রায় ছুঁতে পারছে, ওর শরীরের লেবু লেবু গন্ধ টা পাচ্ছে আবার। অপেক্ষা করছে স্বপ্নিল, কল্পনার শরীরে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। সবকিছু ছেড়ে দিয়ে, ও বিলীন হয়ে যেতেই চায়। বৃষ্টি ঝরেই চলেছে।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর একটা আওয়াজে স্বপ্নিলের ঘোর ভাঙ্গে। রাস্তার মধ্যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য একটা গাড়ি বীভৎস হর্ন বাজিয়েছে। চকিতে ফিরে আসে স্বম্পিল কল্পনা থেকে বাস্তবে। বৃষ্টি একটু ধরে এল। স্বম্পিল ধীরে ধীরে বাড়ির পথে এগিয়ে যায়। এখুনি আবার শুরু হবে সংসারের যাত্রাপালা, মুখ্যভূমিকায় ওর অভিনয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। দর্শকরা প্রবল তালি দিচ্ছে, স্বপ্নিলের পালা শুরু হল বলে...

সেই মুহূর্তে মার্কিন দেশের এক রুক্ষ মরুপ্রান্তরে সেন্ট্রালি এসি ফ্ল্যাটে কল্পনার শেষ রাতের আধো ঘুমে এলোমেলো স্বপ্ন আসে। কল্পনা দেখছে ভয়ঙ্কর রোদ, আর মরুভূমি। খুব তেষ্টা পেয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা দীঘি দেখতে পেল দূরে। স্বপ্নিল বলেছিল ওর বাড়ির ঠিক পাশে একটা বিশাল দীঘি আছে। ওখানে বৃষ্টি পড়লে পানকৌড়ি দেখা যায়। কল্পনা বালির ওপর দিয়ে ছুটছে, ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একি? লেকে এসে পড়ল। ইলশে-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। ইতি-উতি কিছু লোক দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে একটা বেঞ্চের ওপর দুজন বসে আছে খুব কাছাকাছি। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল, এমা একি? এতো স্বপ্নিল আর কল্পনা, প্রায় বছর ১২ আগেকার সেই দিনটা? নাকি তার প্রেতাত্মা? ভয়ঙ্কর তেষ্টা পাচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে কল্পনার, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে স্বপ্নিলের ঠোঁটের ভেতরে ও বিলিয়ে দিচ্ছে নিজেকে। অথচ তেষ্টায় ওর গলা ফেটে যাচ্ছে।

ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসে কল্পনা। ভোর ৬ টা বাজে যুক্তরাষ্ট্রের এই মরুশহরে। প্রায় বছরখানেক হল ওরা সান ফ্রান্সিস্কো থেকে এখানে এসেছে। খরচ কম, বরের বেশী মাইনে ইত্যাদি... কল্পনা এখন কাজ করে একটা, ওয়ার্ক ফ্রম হোমের সুবিধে আছে, কিন্তু রোজ সকাল থেকে শুরু হয় কল। আর ওর ঘুম পায়। সারাদিন ঘুম পায়। আর সারারাত ও স্বপ্ন দেখে। দেখে কলকাতার বৃষ্টি, ওর বাড়ির চারপাশের রাস্তাঘাট, জল জমে থইথই, ওর ইচ্ছে করে ওই জলে পা ডুবিয়ে হেঁটে যেতে। আর প্রায়ই দেখে স্বপ্নিলকে - জমা জলে হাঁটু অব্দি প্যান্ট গুটিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ওর বাড়ির সামনে দিয়ে চলে যায় স্বপ্নিল মাঝে মাঝেই, যেতে যেতে ওর ঝুল বারান্দাটার দিকে তাকায়, কল্পনা দাঁড়িয়ে থাকে...

তখন কল্পনার খুব তেষ্টা পায়, তেষ্টা পায় সারাক্ষণই। আর মনে হয় স্বপ্নিলের ঠোঁটেই মিটবে ওর তেষ্টা। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় স্বপ্নিল? কোথায় কলকাতা? কোথায় বর্ষা? শুধু ক্যাকটাস চারিদিকে। আর বালির জগৎ। এখুনি কল শুরু হবে। কল্পনা ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নামে। এক বোতল জল খেয়ে নেয় ঢকঢক করে। তাতেও কি মেটে তেষ্টা? ভাবতে ভাবতে কল্পনার কান্না পায়। ও এক ছুটে বাথরুমে যায়। কাঁদতে থাকে শুধু। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর ওর মনে হয় যেন তেষ্টাটা মিটল একটু। এইবার কল শুরু হবে। ভিডিও খুলে রাখতে হবে। কল্পনা মেকআপ বক্স খুলে আইশ্যাডো লাগাতে থাকে...

অগাস্ট ৯, ২০২৩

© প্রত্যয় মুখার্জি